Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.88-93
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব বিচার: ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র ও ন্যায়-বৈষেশিক মতের একটি সমীক্ষা

প্রশান্ত মাঝি
পিএইচ.ডি. রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Humans have always been curious about feelings and senses since time immemorial. And if there comes to mind the feeling of something which apparently cannot be perceived by the senses, then there is no more talk. Humans have roughly known that we have five senses for receiving different kinds of sensations. And this is where the concept of human sixth sense originated. According to many, this sixth sense is the mind. However, just as there is a difference of opinion among different philosophers about the number of senses and there is also a difference of opinion in Indian philosophy about whether the mind is a sense. For example, the philosophies like Nyāẏa, Vaiśēṣika, Sāṅkhya, Yōga, Pūrba-Mīmānsā etc. accept the mind as a sense, but according to philosophers like Buddhist Dinnaga, Neo-Vedantic Dharmarajadhvarindra etc. the mind is not a sense. However, even though these conflicting views are mentioned, I will discuss them in detail without prolonging the subject in the present article, and I will discuss the view of the Neo-Vaidantic Dharmarajadhvarindra as the pūrbapakṣī and Nyaya-Vaishesh opinion as the siddhāntapakṣī.

Key Words: atomic, categories, eternal-substance, mind, prameya, senses.

মূল বিষয়বস্তু: বেদের প্রামান্যের ভিত্তিতে ভারতীয় দর্শন দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথাঃ একটি হল নাস্তিক ও অপরটি হল আস্তিক। যদিও ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে এই 'আস্তিক', 'নাস্তিক' শব্দ দুটির অর্থ সম্পর্কে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমান প্রবন্ধে সেই আলোচনা ব্যতিরেকে বেদের প্রামান্যের ভিত্তিতে 'নাস্তিক' ও 'আস্তিক' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হল। অর্থাৎ যে সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, সেই সকল দর্শন সম্প্রদায়কে বলা হয় নাস্তিক। যেমনঃ চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায় হল নাস্তিক দর্শন। অপরদিকে, যে সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, সেই সকল দর্শন সম্প্রদায়কে বলা হয় আস্তিক। যেমনঃ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায় হল আস্তিক দর্শন। ভারতীয় দর্শনে আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম দুটি দর্শন সম্প্রদায় হল ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে বলা হয় সমানতন্ত্র বা তুল্যশাস্ত্র। তবে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। যথাঃ প্রথমত, ন্যায় দর্শনে চারটি প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ) স্বীকৃত হলেও বৈশেষিক দর্শনে কেবল দুটি প্রমাণ (প্রত্যক্ষ ও অনুমান) স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ন্যায় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করলেও

বৈশেষিক দর্শনে পরাতত্ত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, ন্যায় বস্তুবাদ জ্ঞানতাত্ত্বিক হলেও বৈশেষিক বস্তুবাদ হল পরাতাত্ত্বিক। চতুর্থত, ন্যায় দর্শনে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন ইত্যাদি ষোল প্রকার পদার্থ স্বীকৃত হলেও বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব -এই সাত প্রকার পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে উক্ত প্রকার বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও উভয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য বেশ উল্লেখযোগ্য, যে কারণে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে সমানতন্ত্র বা তুল্যশাস্ত্র বলা হয়। বস্তুত বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়ের সাথে ন্যায় দর্শন সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন বা প্রায় অভিন্ন। অর্থাৎ এই দুটি দার্শনিক মতবাদের মধ্যে এত বিষয়ে সাদৃশ্য আছে যে তারা 'সমান' বা 'একইরূপে' বিবেচিত হয়। যথাঃ প্রথমত, উভয় দর্শনই বস্তুবাদী এবং বহুত্ববাদী। দ্বিতীয়ত, জীবাত্মা, পরমাত্মা, জগৎ, মোক্ষ, ও মোক্ষ সাধনমার্গ সম্বন্ধে উভয় দর্শন-ই অভিন্ন মত পোষণ করেন। তৃতীয়ত, উভয় দর্শনেই ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ -এদের পরমাণুকে জগতের 'উপাদান কারণ' ও ঈশ্বরকে 'নিমিত্ত কারণ' বলা হয়েছে। চতুর্থত, উভয় দর্শনেই বলা হয়েছে ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী। পঞ্চমত, উভয় দর্শনেই জীবাত্মাকে পরমাত্মা থেকে ভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে। ষষ্ঠত, উভয় দর্শনেই মুক্তিকে 'আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃতি' বলা হয়েছে। সপ্তমত, উভয় দর্শন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এবং পরম পুরুষার্থ হল নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ বা মুক্তি। অষ্টমত, উভয়ের মতে এই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় হল দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হল, 'পদার্থ' কথার অর্থ কী? সাধারণভাবে বলা হয়, 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ' অর্থাৎ একটি পদ যে বস্তুকে নির্দেশ করে, তা-ই হল পদার্থ। তবে ন্যায়-বৈশেষিক মতে, যা কিছু যথার্থ জ্ঞানের বিষয় তা-ই হল পদার্থ। তাই বলা হয়েছে-

"প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ"[১]

প্রমিতির যেটি বিষয়, সেটিই হল পদার্থ। "জ্ঞানার্থক মা ধাতুর সঙ্গে ক্তিন্ প্রত্যয়ের যোগে 'মিতি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয় এবং তৎপূর্বে প্র উপসর্গটি প্রকৃষ্ট বা যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রমিতি কথাটির অর্থ হয় যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে বলা হয়েছে পদার্থ"[২]। 'অমরকোষে'ও বলা হয়েছে, অর্থোহভিধেয়ঃ ইত্যাদি। প্রতীতি বা জ্ঞানের যা বিষয় তা-ই হল পদার্থ।

এখন প্রশ্ন হল, পদার্থের সংখ্যা কয়টি? উল্লেখ্য যে, পদার্থের সংখ্যা বিষয়েও ভারতীয় দার্শনিকদের মতভেদ দেখা যায়। যেমনঃ মহর্ষি কণাদ ও আচার্য প্রশস্তপাদের মতে, পদার্থ হল ছয়টি, যথাঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মতে, পদার্থ হল সাতটি, যথাঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতে, পদার্থ হল ছয়টি, যথাঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায় ও অভাব। কুমারিল ভট্টের মতে, পদার্থ হল পাঁচটি, যথাঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও অভাব। প্রভাকর মিশ্রের মতে, পদার্থ হল আটটি, যথাঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সংখ্যা, সমবায়, সাদৃশ্য ও শক্তি। বেদান্ত মতে, পদার্থ হল পাঁচটি, যথাঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও অভাব। আর মহর্ষি গৌতমের মতে, পদার্থ হল ষোলটি, যথাঃ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। ন্যায় স্বীকৃত ষোলটি পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ হল প্রমেয় পদার্থ। প্রমেয় হল যথার্থ অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়। এই প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় হল বারোটি, যথাঃ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। আর এই বারোটি প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় মধ্যে ষষ্ঠ প্রমেয় পদার্থ হল মন। মহর্ষি গৌতমের মতে, এই মনেরই

অপর এক নাম হল অন্তঃকরণ। এখানে 'করণ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। সুতরাং মন হল অন্তঃরিন্দ্রিয়। তাই বলা হয়েছে-

"অন্তঃরিন্দ্রিয়ং মনঃ"[৩]

ন্যায় মতে, ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র মনই হল অন্তঃরিন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় হল বহিরিন্দ্রিয়। একথা বিদিত আছে যে, কোন কিছুর প্রত্যক্ষ করতে হলে ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা অবশ্য স্বীকার্য। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্ভবই হতে পারে না। ঘট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ হয় বাহ্য-ইন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা। কিন্তু বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন ইত্যাদি আত্মার গুণ সকলের প্রত্যক্ষ আর বাহ্য-ইন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব হয় না। কারণ বাহ্য-ইন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয় কেবল বাহ্যবস্তুকেই গ্রহণ করতে পারে, আন্তর বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন ইত্যাদি হল আন্তর বস্তু। আর বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন ইত্যাদি এই আন্তর বস্তুগুলির প্রত্যক্ষের জন্য একটি আন্তর ইন্দ্রিয় স্বীকার করতেই হয়। ঐ আন্তর ইন্দ্রিয়-ই হল মন।

ন্যায় মতে, প্রত্যেক জীবদেহে এক একটি পৃথক মন থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার মুক্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ অটুট থাকে। আর আত্মা যখন মুক্ত হয়ে যায় তখন মন নিরর্থক হয়ে যায়। এই অবস্থায় মনকে ষণ্ড মন, নপুংসক মন প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। ন্যায় মতে, প্রত্যেক জীবদেহে এক একটি পৃথক মন থাকায় মন হল অসংখ্য। এ প্রসঙ্গে শিবাদিত্য তাঁর 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থের উদ্দেশ প্রকরণের বিংশতিতম সূত্রে বলেছেন যে, জীবাত্মা হল সংখ্যায় অসংখ্য। আর এই অপরিসংখ্যেয় জীবাত্মার সঙ্গে এক একটি পৃথক মন সংযুক্ত থাকায় জীবাত্মার ন্যায় মনও অনন্ত বা অপরিসংখ্যেয়। আবার এ প্রসঙ্গে 'মিতভাষিণী' টীকাকার মাধব সরস্বতীও বলেছেন, বিভিন্ন শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত জীবাত্মা নানা বা অপরিসংখ্যেয়। শরীর সম্বন্ধযুক্ত জীবাত্মার সঙ্গে শরীর অভ্যন্তরস্থ মনেরও সংযোগরূপ সম্বন্ধ বর্তমান। তাই মনও অনন্ত বা অপরিসংখ্যেয় এবং এই মন হল পরমাণুর ন্যায় অতিসূক্ষ নিত্যদ্রব্য। আর ন্যায়-বৈশেষিক মতে, মন যেহেতু একটি দ্রব্য, সেহেতু তা অবশ্যই গুণের আশ্রয়। আর এই মনের গুণ হলঃ সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব (দৈশিক) ও সংস্কার (বেগ) প্রভৃতি। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, মনের যেমন গুণ আছে, তেমনই ক্রিয়াও আছে। যে দ্রব্য বিভু পরিমাণবিশিষ্ট তার কোন ক্রিয়া থাকে না। যেমনঃ আকাশ, দিক, কাল ও আত্মা'র কোন ক্রিয়া নেই। কিন্তু মন বিভু দ্রব্য নয়।, তা অনুপরিমাণবিশিষ্ট, মূর্তদ্রব্য। তবে মন গুণ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট হলেও তা স্পর্শরহিত। তাই বলা হয়েছে-

"স্পর্শরহিতত্বে সতি ক্রিয়াবত্ত্বং মনসো লক্ষণম্"[৪]

অর্থাৎ মন হল স্পর্শরহিত ক্রিয়াবান দ্রব্য। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও মন -এই পাঁচটি দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে, কিন্তু স্পর্শরহিত। আর ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ -এই চারটি দ্রব্যে স্পর্শবান, কিন্তু ক্রিয়া থাকে না। আবার আকাশ, দিক, কাল ও আত্মা'তেও ক্রিয়া থাকে না। কিন্তু মনে ক্রিয়া আছে, তবে স্পর্শ নেই। তাই ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি আটটি দ্রব্য থেকে মন ভিন্ন। তবে ন্যায়-বৈশেষিক মতে, প্রত্যেক জীবদেহে এক একটি পৃথক মন থাকে বলে আত্মা অসংখ্য হওয়ায় মনও অসংখ্য। আর এই মন আত্মার মতোই নিত্যদ্রব্য। আর যেহেতু মন নিত্যদ্রব্য সেহেতু মন নিরংশ। আর যেহেতু মন নিরংশ সেহেতু মন নিরাবয়ব।

কিন্তু নব্য-বৈদান্তিক ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র'র মতে, অন্তঃকরণ বা মন নিরাবয়ব নয়, তা হল সাবয়ব। কেননা তাঁর মতে, 'তন্মনোহকুরু' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনের উৎপত্তির ব্যাখ্যা আছে। আর যেহেতু মনের উৎপত্তি

আছে সেহেতু তা সাদি দ্রব্য। আর যেহেতু মন সাদি দ্রব্য সেহেতু তা সাবয়ব। সুতরাং মন নিরাবয়ব নয়, সাবয়ব।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে, মন যদি সাবয়ব দ্রব্য হয় তাহলে মনকে নিরংশ বলা যায় না। আর মন যদি নিরংশ না হয় তাহলে তাকে আর অনুপরিমাণও বলা যায় না। আর মন যদি অনুপরিমাণবিশিষ্ট না হয় অর্থাৎ মন যদি বিভু হয় তাহলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের অসম্বন্ধ কখন সম্ভব হবে না। ফলে চাক্ষুস, রাসন প্রভৃতি জ্ঞান একসঙ্গে উৎপত্তি সম্ভব হবে। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি অনুভব সিদ্ধ নয়। আর একসঙ্গে একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি অনুভব সিদ্ধ না হওয়ায় স্বীকার করতে হয় যে, মন হল অনুপরিমাণবিশিষ্ট। তাছাড়া মন যদি অণু না হয়ে বিভু হত তাহলে একসঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাথে মনের সংযোগ সম্ভব হত ফলে 'অন্যমনস্কতা'কে কোনভাবেই ব্যাখ্যা দেওয়া যেত না। অথচ আমাদের অনুভব সিদ্ধ যে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে পড়াতে থাকেন তখন অনেক সময় দেখা যায় কোন ছাত্র বা ছাত্রী বলে ওঠে- 'স্যার! আর একবার' ইত্যাদি। তখন শিক্ষক বুঝে নেন হয় ছাত্র বা ছাত্রীটি নোট্ লেখায় মন-নিবেশ করেছিল অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার মন যুক্ত ছিল, নয়তো কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই তার মন যুক্ত ছিল না। সুতরাং এরূপ অন্যমনস্কতার ব্যাখ্যার জন্য মনের অণুত্ব স্বীকার করতেই হয়। এখন প্রশ্ন হল, রূপ, রস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে পাঁচটি ইন্দ্রিয় একসঙ্গে সম্বন্ধ হলে মন আগে কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে? তারপরে কোন কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ -এই বিষয় পঞ্চকের মধ্যে যে বিষয়ের প্রতি যার প্রবণতা বা ঝোঁক বেশি, সেই বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন আগে যুক্ত হবে। অর্থাৎ যে গান ভালবাসে তার মন গান সম্বন্ধ শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আগে যুক্ত হবে। আর ভোজন রসিকের মন রস সম্বন্ধ রসনার সঙ্গে আগে যুক্ত হবে। পরে আত্মার ইচ্ছা অনুযায়ী অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে যুক্ত হবে। যদিও কোন কোন সময় মনে হয় যে, যেন অনেকগুলি জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন হচ্ছে, যেমনঃ সিনেমা দেখার সময়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, ঐ স্থলে আমাদের যে একই সময়ে অনেকগুলি জ্ঞানের প্রতীতি হয় তা যথার্থ নয়, তা আসলে ভ্রম। কেননা তাঁদের মতে, পৃথিবীতে যত দ্রুতগতি দ্রব্য আছে, মনের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। কেননা মনের দ্রুতগতি ধারণার অতীত। আর মনের ঐ দ্রুতগতি বশতঃই প্রতীতি হয় যে মন যেন একই সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং একই ক্ষণে একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাঁদের মতে, মন অতিদ্রুতগতি হলেও চক্ষুরাদির সঙ্গে তার সংযোগ ক্রমানুসারেই হয় এবং ক্রমানুসারে ইন্দ্রিয়গুলির সাথে সংযোগ হওয়ায় জ্ঞানগুলিও ক্রমানুসারেই উৎপন্ন হয়।

নব্য-বৈদান্তিক ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র পুনরায় আপত্তি তুলে বলেন, অন্তঃকরণ বা মন যে ইন্দ্রিয় সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন, মন যে ইন্দ্রিয় সে বিষয়ে প্রমাণ হল শ্রুতিপ্রমাণ। কেননা গীতাতে বলা হয়েছে-

"মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়ানি"[৫]

আর যে বস্তু যে জাতীয় বস্তুর সংখ্যার পূরক হয় সেই বস্তু সেই জাতীয় হয় – এই নিয়মানুসারে মন যেহেতু ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার পূরক, সেহেতু মন হল ইন্দ্রিয়- "মনঃ ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়-গত-সংখ্যা-পূরকত্বাৎ"[৬]। কিন্তু নব্য-বৈদান্তিক ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র মতে, এরূপ অনুমান যথার্থ নয়। কেননা তাঁর মতে, "যজমান-পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়তি" -এই স্থলে অ-ঋত্বিক যজমানের দ্বারা ঋত্বিকগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ দেখা যায়। কিন্তু যজমান

ঋত্বিক নন। আর যজমান যদি ঋত্বিক হতেন তাহলে ঋত্বিকগণের ইড়া ভক্ষণের দ্বারা তাঁরও ইড়া ভক্ষণ প্রাপ্ত হত। ফলে "যজমান-পঞ্চমাঃ" এরূপ বলারও প্রয়োজন হত না। কিন্তু শ্রুতিতে যখন "যজমান-পঞ্চমাঃ" বলা হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে, যজমান ঋত্বিক নন। অথচ এই স্থলে অ-ঋত্বিক যজমানের দ্বারা ঋত্বিকগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ হচ্ছে। সুতরাং যে বস্তু যে জাতীয় বস্তুর সংখ্যার পূরক হয় সেই বস্তু সেই জাতীয় হয় - এই নিয়ম এই স্থলে ব্যাভিচারী হয়। তাই এর দ্বারা আর মনের ইন্দ্রিয়ত্বও সিদ্ধি হতে পারে না। তাছাড়া মন যে ইন্দ্রিয় নয় সে বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও আছে। তাই তিনি বলেছেন-

"'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ' ইত্যাদি-শ্রুত্যা মনসোহ-নিন্দ্রিয়ত্বা-বগমাচ্চ"[৭]।

যদিও এই শ্রুতি সাক্ষাৎ মনকে অনিন্দ্রিয় বলে নাই, তবে এই শ্রুতিতে প্রথমে ইন্দ্রিয়বর্গের উপদেশ করে পরে মনের পৃথক উপদেশ করায় বুঝা যায় যে মন ইন্দ্রিয় নয়।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ এরূপ আপত্তির উত্তরে বলেন, আমরা জানি যে, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞান হল প্রত্যক্ষজ্ঞান। কিন্তু নব্য- বৈদান্তিক ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মতানুযায়ী মন ইন্দ্রিয় না হলে মন দ্বারা উৎপন্ন সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন না হওয়ায় সুখ, দুঃখাদির প্রত্যক্ষ সম্ভব হবে না। কেননা সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নয়। আর যেহেতু সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নয় সেহেতু তাতে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব থাকতে পারে না। আর প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ইন্দ্রিয়জন্যত্ব না থাকায় তাতে প্রত্যক্ষত্বও থাকতে পারে না। আর যেহেতু সুখ, দুঃখাদির জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব থাকে না সেহেতু সুখ, দুঃখাদির প্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না। কিন্তু সুখ, দুঃখাদি আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আর যেহেতু সুখ, দুঃখাদি আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সেহেতু তাতে প্রত্যক্ষত্ব আছে স্বীকার করতে হয়। আর যেহেতু তাতে প্রত্যক্ষত্ব আছে সেহেতু তাতে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ইন্দ্রিয়জন্যত্বও আছে স্বীকার করতে হয়। আর যেহেতু তাতে ইন্দ্রিয়জন্যত্বও আছে সেহেতু সুখ, দুঃখাদি ইন্দ্রিয়জন্য স্বীকার করতে হয়। আর যেহেতু সুখ, দুঃখাদি ইন্দ্রিয়জন্য সেহেতু মনকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করতে হয়। কেননা সুখ, দুঃখাদি মনজন্য। সুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক মতে, মন হল ইন্দ্রিয়। আর মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রিয় থেকে মনের পৃথক উপদেশ করার কারণ হল ঘ্রাণাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনের ধর্ম্মভেদ। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন-

"ইন্দ্রিয়স্য বৈ সতো মনস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথগুপদেশো ধর্ম্মভেদাৎ"[৮]।

অর্থাৎ তাঁর মতে, মন যে ঘ্রাণাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন - কেননা ঘ্রাণাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ভৌতিক এবং তাদের বিষয়নিয়ম বর্তমান। কিন্তু মন হল এর বিপরীত। অর্থাৎ মন হল অ-ভৌতিক এবং মনের গ্রাহ্য বিষয়ের কোন নিয়ম নাই। সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই মন আবশ্যক। মনের এইপ্রকার বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্যই তিনি প্রমেয় পদার্থমধ্যে ইন্দ্রিয় থেকে মনের পৃথক উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে ন্যায়-বৈশেষিক ও নব্য-বৈদান্তিক ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মত উপরিউক্ত-ভাবে আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়-বৈশেষিক মত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে ন্যায়-বৈশেষিক মতের সাথে সহমত পোষণ করে বলতে পারি যে, মন হল একটি ইন্দ্রিয়, যা ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। কেননা চক্ষুঃ, কর্ণ আদি পাঁচটি বহিঃইন্দ্রিয়ের আনুগত্য স্বীকার না করেও অর্থাৎ বহিঃইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হয়েই সুখ, দুঃখ ইত্যাদি স্বগ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাধন করতে পারে। কিন্তু চক্ষুঃ, কর্ণ আদি পাঁচটি বহিঃইন্দ্রিয় নিজ নিজ গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত হলেও মনের সাহায্য ব্যতীত নিজ নিজ কার্য

সাধন করতে পারে না। মন যদি বহিঃইন্দ্রিয়ের সাথে সংযুক্ত হয়, তবেই বহিঃইন্দ্রিয় নিজ নিজ গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। আর সেই কারনেই বলা হয় যে, ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন হল শ্রেষ্ঠ বা রাজা।

তথ্যসূত্র:

১. শিবাদিত্য-বিরচিত সপ্তপদার্থী, ডঃ জয় ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা- ৫।
২. শিবাদিত্য-বিরচিত সপ্তপদার্থী, ডঃ জয় ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা- ৬।
৩. শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা (বঙ্গানুবাদ-বিবৃতিসহিতা),দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, পৃষ্ঠা-৪৫৯।
৪. অন্নংভট্ট বিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃষ্ঠা-১৯৫।
৫. বেদান্ত পরিভাষা, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা-২২।
৬. বেদান্ত পরিভাষা, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা-২৩।
৭. বেদান্ত পরিভাষা, ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা-২৪।
৮. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য, (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত) তর্কবাগীশ ফণিভূষণ, পৃষ্ঠা-১৩৮।

গ্রন্থপঞ্জী:

১ .কর শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়াচার্য(বিবৃতিসহিতা-বঙ্গানুবাদ) শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিতা তর্কভাষা ,, দ্বিতীয় খণ্ড , মহাবোধি বুক এজেন্সি।১৪২০ ,
২ .গোস্বামী নারায়নচন্দ্র, অন্নংভট্ট বিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।৬-
৩ .তর্কবাগীশ ফণিভূষণ , ন্যায়দর্শন টিপ্পনী ,বিবৃতি ,বিস্তৃত অনুবাদ) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য (গৌতমসূত্র) (প্রভৃতি সহিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৪ .তর্কবাগীশ ফণিভূষণ, ন্যায়পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৬।
৫ .দামোদরাশ্রামঃ দন্ডিস্বামী, প্রশস্তপাদাচার্যের প্রশস্তপাদভাষ্যম্ ন্যায়কন্দলী -ভাষ্যানুবাদ বিবৃতি) (তদনুবাদসহিতম্, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।৬-
৬. ভট্টাচার্য্য ডঃ জয়, শিবাদিত্য-বিরচিত সপ্তপদার্থী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১০।
৭ .ভট্টাচার্য্য শ্রীমোহন ও শাস্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র , ভারতীয় দর্শনকোষ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৫৮।
৮ .মুখোপাধ্যায় শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ, আচার্য শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ (কারিকাবলী ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ বঙ্গানুবাদ), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।
৯ .রায় চৌধুরী অনামিকা কর্তৃক অনুবাদিতবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদঃ , ,সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।২০০৪ ,
১০ .শাস্ত্রী পঞ্চানন কৃত বঙ্গানুবাদসহ,বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননঃ ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭৪।